আমার বাংলা বই

প্রথম ভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা

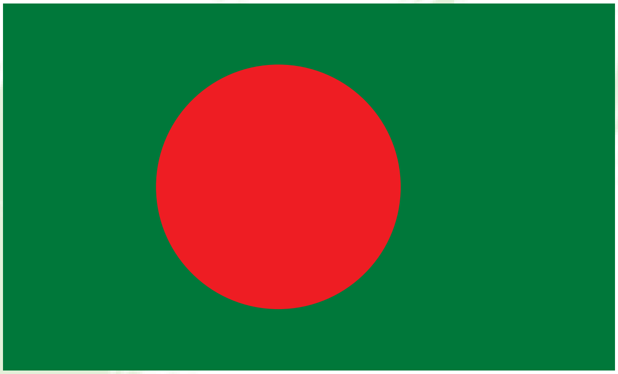

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকায় ঘন সবুজ রঙের ওপর উদীয়মান সূর্যের রঙের একটি লাল বৃত্ত থাকবে।

পতাকা নির্মাণের নিয়মাবলি

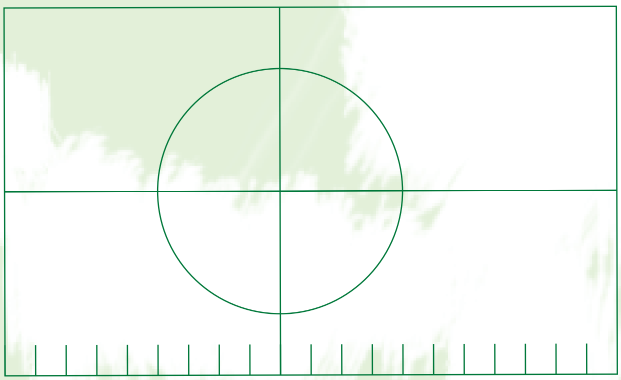

দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ১০:৬। অর্থাৎ যদি দৈর্ঘ্য ৩০৫ সেমি (১০ ফুট) হয়, প্রস্থ ১৮৩ সেমি (৬ ফুট) হবে। লাল বৃত্তটির ব্যাসার্ধ পতাকার দৈর্ঘ্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ। পতাকার দৈর্ঘ্যের ২০ ভাগের ৯ ভাগে একটি লম্ব (খাড়া সরলরেখা) টানতে হবে। তারপর প্রস্থের ঠিক অর্ধেক ভাগে দৈর্ঘ্যের সঙ্গে সমান্তরাল করে আর একটি রেখা টানতে হবে। এই দুটি রেখার ছেদ বিন্দুই হবে বৃত্তটির কেন্দ্রবিন্দু।

ভবনে ব্যবহারের জন্য

(ভবনের আকার ও আয়তন অনুযায়ী)

৩০৫ সেমি x ১৮৩ সেমি (১০′ x ৬′)

১৫২ সেমি x ৯১ সেমি (৫′ x ৩′)

৭৬ সেমি x ৪৬ সেমি (২½′ x ১½′)

জাতীয় সংগীত

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে—
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো—
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে—
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গাওয়ার জন্য জাতীয় সংগীতের পূর্ণপাঠ

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ,
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে
ও মা, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি,
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে—
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে কী দেখেছি
আমি কী দেখেছি মধুর হাসি।
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো—
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে—
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, আমি নয়ন
ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০০৩ শিক্ষাবছর থেকে প্রথম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত এবং ২০০৯ সালে সংশোধিত ও পরিমার্জিত।

আমার বাংলা বই

প্রথম ভাগ

রচনা

মনসুর মুসা

জসীম উদ্দীন আহমদ

রূপা চক্রবর্তী

সম্পাদনা

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ

সংশোধন ও পরিমার্জন

সেলিনা হোসেন

ড. মাহবুবুল হক

শামীম জাহান আহসান

জিয়াউল হাসান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ: নভেম্বর, ২০০২
সংশোধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ: জানুয়ারি ২০০৯
পুনর্মুদ্রণ : অক্টোবর-২০০৯

প্রচ্ছদ, চিত্রাঙ্কন ও বুক ডিজাইন
আবদুল হালিম মন্‌টু

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯২ সালে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করা হয়। ২০০২ সাল পর্যন্ত প্রায় এক যুগ ধরে এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত পঠন–পাঠন সামগ্রী ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। ২০০১–২০০২ সালে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, প্রান্তিক যোগ্যতা এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য বিষয়ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা পরিমার্জন ও পুনর্নির্ধারণ করা হয়। এরই ভিত্তিতে ঐ শ্রেণীর সকল বিষয়ের নতুন পঠন–পাঠন সামগ্রী প্রণয়ন করা হয়।

বাংলা বিষয়ের জন্য চিহ্নিত শ্রেণীভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রথম শ্রেণীর জন্য নতুন বাংলা পাঠ্যপুস্তক 'আমার বাংলা বই' (প্রথম ভাগ) রচিত হয়। অতঃপর একটি কর্মশালা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রেণী শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, বিষয় বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় বইটির যৌক্তিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়।

প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার বাহন মাতৃভাষা বাংলা। বাংলা আমাদের রাষ্ট্রভাষা। সে জন্য বাংলা ভাষায় দক্ষতা অর্জন শিক্ষার্থীদের একান্ত প্রয়োজন। বাংলা একদিকে যেমন শিক্ষার বিষয় তেমনি প্রাথমিক স্তরের অন্যান্য বিষয় শেখারও অপরিহার্য মাধ্যম। বাংলা ভাষার এ দু'ধরনের গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে এবং শোনা, বলা, পড়া ও লেখা– ভাষা শেখার এ চারটি দক্ষতা যেন শিক্ষার্থীরা অর্জন করতে পারে, সেদিকে দৃষ্টি রেখেই আমার বাংলা বই–এর পাঠ–উপকরণ নির্মাণ করা হয়েছে।

২০০২ সালে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত প্রথম শ্রেণীর বাংলা বইটি শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছানোর পর থেকেই এ দেশের সুশীল সমাজ, বিশিষ্ট শিক্ষকবৃন্দ, শিক্ষাবিদ, শিক্ষা গবেষণায় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং গণ–মাধ্যমের পক্ষ থেকে বইটিকে আরো আকর্ষণীয়, সহজপাঠ্য এবং শিশুতোষ করার জন্য অনুরোধ করা হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে। ফলে ২০০৯ শিক্ষাবর্ষ হতে প্রথম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন আকর্ষণীয় বাংলা বই পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে দেশের স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ ও কথা–সাহিত্যিকদের সহায়তায় বইটি প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়।

আমরা জানি, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। কাজেই পাঠ্যপুস্তকের আরো উন্নয়নের জন্য যেকোনো গঠনমূলসক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে প্রত্যাশিত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার নিরন্তর প্রচেষ্টার সঙ্গী হিসেবে শিক্ষার্থীদের সুষ্ঠু বিকাশে বর্তমান সংস্করণে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস ও চেতনা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে পরিমার্জিত পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রকাশ করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে পাঠ্যপুস্তকগুলো আরো সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

এ বই রচনা, সম্পাদনা এবং পরবর্তীতে সংশোধন ও পরিমার্জনসহ মুদ্রণ ও প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা সহায়তা করেছেন, তাঁদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। যেসব কোমলমতি শিশুদের জন্য বইটি রচিত ও পরিমার্জিত হল, তারা উপকৃত হলেই আমাদের সকল প্রয়াস সফল হবে বলে আমি মনে করি।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

সূচিপত্র

পাঠ	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	আমাদের কথা	১
২.	আমি ও আমার সহপাঠীরা	২
৩.	ছড়া: হাট্টিমা টিম টিম	৪
৪.	ছড়া: আয় রে আয় টিয়ে	৫
৫.	ছবিতে গল্প: সিংহ ও ইঁদুর	৬
৬.	দেখে দেখে আঁকি	৯
৭.	ছবি দেখি ও বলি: অ আ ই ঈ	১১
৮.	ছবি দেখি ও বলি: উ ঊ ঋ	১২
৯.	ছবি দেখি ও বলি: এ ঐ ও ঔ	১৩
১০.	স্বরবর্ণ	১৪
১১.	ছড়া: আয় আয় চাঁদ মামা	১৫
১২.	ছবি দেখি ও বলি: ক খ গ ঘ ঙ	১৬
১৩.	ছড়া: ছোটন ঘুমায়	১৮
১৪.	ছবি দেখি ও বলি: চ ছ জ ঝ ঞ	১৯
১৫.	ছড়া: ঝুমকো জবা	২১
১৬.	ছবি দেখি ও বলি: ট ঠ ড ঢ ণ	২২
১৭.	ছড়া: নোটন নোটন পায়রাগুলি	২৪
১৮.	ছবি দেখি ও বলি: ত থ দ ধ ন	২৫
১৯.	ছবি দেখি ও বলি: প ফ ব ভ ম	২৭
২০.	ছবি দেখি ও বলি: য র ল শ ষ	২৯
২১.	ছড়া: কানা বগীর ছা	৩১
২২.	ছবি দেখি ও বলি: স হ ড় ঢ় য়	৩২
২৩.	ছড়া: হনহন পনপন	৩৪
২৪.	ছবি দেখি ও বলি: ৎ ং ঃ ঁ	৩৫
২৫.	ব্যঞ্জনবর্ণ	৩৭
২৬.	বাংলা বর্ণমালা	৩৯
২৭.	কারচিহ্ন জেনে নিই	৪১
২৮.	কারচিহ্ন দিয়ে শব্দ তৈরি: আ–কার	৪২
২৯.	কারচিহ্ন দিয়ে শব্দ তৈরি: ই–কার	৪৩
৩০.	কারচিহ্ন দিয়ে শব্দ তৈরি: ঈ–কার	৪৪
৩১.	কারচিহ্ন দিয়ে শব্দ তৈরি: উ–কার	৪৫
৩২.	কারচিহ্ন দিয়ে শব্দ তৈরি: ঊ–কার	৪৬
৩৩.	কারচিহ্ন দিয়ে শব্দ তৈরি: ঋ–কার	৪৭
৩৪.	কারচিহ্ন দিয়ে শব্দ তৈরি: এ–কার	৪৮
৩৫.	কারচিহ্ন দিয়ে শব্দ তৈরি: ঐ–কার	৪৯
৩৬.	কারচিহ্ন দিয়ে শব্দ তৈরি: ও–কার	৫০
৩৭.	কারচিহ্ন দিয়ে শব্দ তৈরি: ঔ–কার	৫১
৩৮.	শব্দমিলের খেলা	৫২
৩৯.	কবিতা: প্রভাতী	৫৪
৪০.	সাত দিনের নাম	৫৫
৪১.	টিকটিকির গল্প	৫৭
৪২.	ক্ষ পরিচিতি	৫৯
৪৩.	কবিতা: মামার বাড়ি	৬০
৪৪.	ছয় ঋতু	৬১
৪৫.	রং নিয়ে ছবি ও কথা	৬২
৪৬.	সংখ্যা	৬৫
৪৭.	মহানবীর ভালোবাসা	৬৭
৪৮.	কবিতা: ছুটি	৬৮
৪৯.	আমাদের মুক্তিযুদ্ধ	৬৯
৫০.	বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর	৭০
৫১.	আমাদের দেশ	৭১

পাঠ ১

আমাদের কথা

মুখে মুখে বলি

আমার নাম .... ।
আমার বয়স .... ।

আমার নাম .... ।
আমার বয়স .... ।

আমার মা।
আমার মায়ের নাম .... ।

আমার বাবা।
আমার বাবার নাম .... ।

আমার ভাই।
আমার ভাইয়ের নাম .... ।

আমার বোন।
আমার বোনের নাম .... ।

পাঠ ২

আমি ও আমার সহপাঠীরা

মুখে মুখে বলি

আমি অনিমা হাসান।
তোমার নাম কী?

আমার নাম আবুল কালাম।
তোমার নাম কী?

আমি ইমন রায়।
তোমার নাম কী?

আমি ঈশিতা আলী।
তোমার নাম কী?

আমার নাম উপল কবির।
তোমার নাম কী?

আমার নাম ঊষা গোমেজ।
তোমার নাম কী?

আমি ঋতু বড়ুয়া।
তোমার নাম কী?

আমার নাম এলিনা হক।
তোমার নাম কী?

আমি ঐশী সেন।
তোমার নাম কী?

আমার নাম ওমর ফারুক।
তোমার নাম কী?

আমার নাম ঔছন চাকমা।

পাঠ ৩

ছড়া

শুনি ও বলি

হাট্টিমা টিম টিম

হাট্টিমা টিম টিম
তারা মাঠে পাড়ে ডিম।
তাদের খাড়া দুটো শিং
তারা হাট্টিমা টিম টিম।

পাঠ ৪

শুনি ও বলি

ছড়া

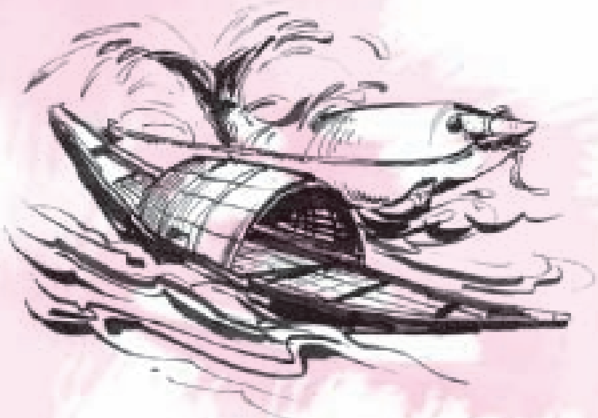

আয় রে আয় টিয়ে

আয় রে আয় টিয়ে
নায়ে ভরা দিয়ে
না' নিয়ে গেল বোয়াল মাছে
তাই না দেখে ভোঁদড় নাচে
ওরে ভোঁদড় ফিরে চা
খোকার নাচন দেখে যা।

পাঠ ৫

ছবিতে গল্প

সিংহ ও ইঁদুর

ছবি দেখি, গল্প শুনি ও মুখে মুখে বলি

১ একটি সিংহ এক পাহাড়ের গুহায় ঘুমিয়ে ছিল।

২ একটি ইঁদুর ভুল করে তার নাকের ভেতর ঢুকে পড়ল।

৩ নাক ঝাড়তেই ইঁদুরটা ছিটকে বেরিয়ে এল বাইরে।

৪ সিংহ থাবা দিয়ে চেপে ধরল ইঁদুরটাকে।

৫ ইঁদুর বলল, আমি ভুল করেছি। আমাকে মেরো না।

৬ সিংহের দয়া হল। সে ইঁদুরকে ছেড়ে দিল।

৭ একদিন এক শিকারির জালে সিংহ আটকা পড়ল।

৮ সিংহের গর্জন শুনে ইঁদুরটা ছুটে এল তার কাছে।

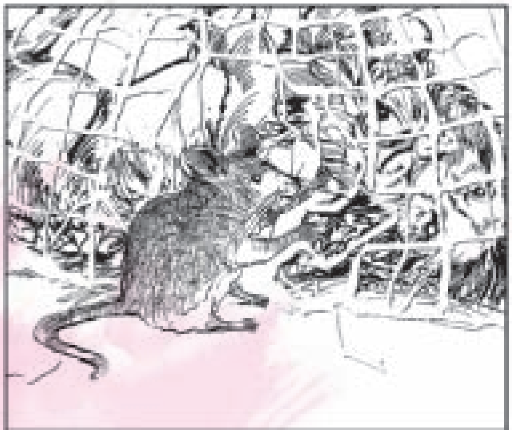

⑨ কুটকুট করে জাল কেটে দিল ইঁদুর।

⑩ ছাড়া পেয়ে সিংহ খুব খুশি হল।

উপদেশ: ছোটরাও বড়দের উপকারে আসতে পারে।

বিন্দু যোগ করে ছবি আঁকি

দেখে দেখে আঁকি

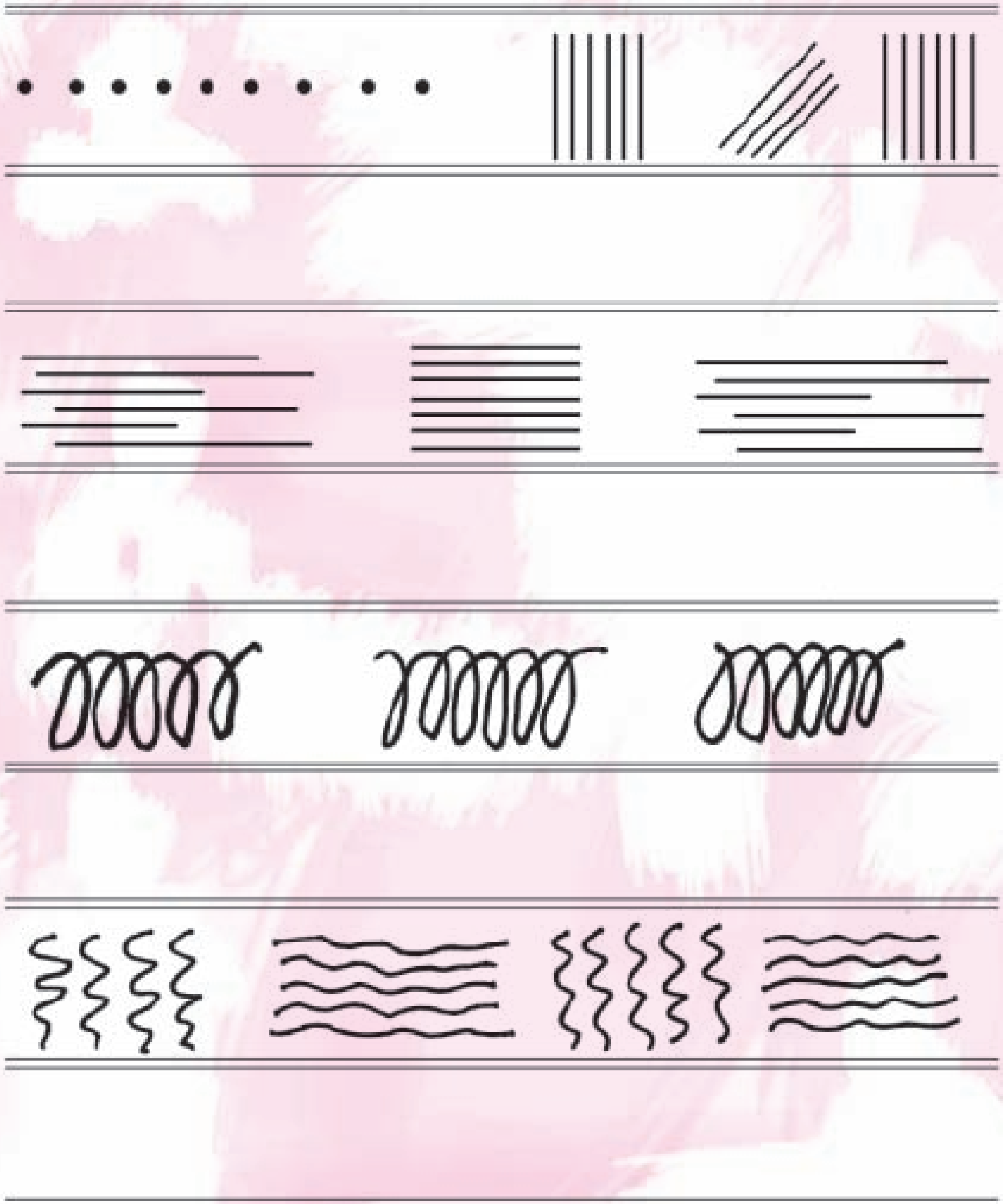

ছবি দেখি ও বলি

অ	আ	ই	ঈ
	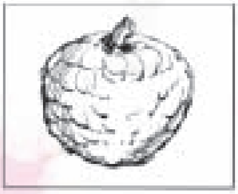	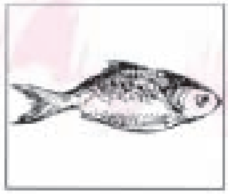	
অলি	আতা	ইলিশ	ঈগল

শুনি, বলি ও বর্ণ পড়ি

অলি ওড়ে।

আতা বনে।

ইলিশ খাই।

ঈগল নাই।

অ

আ

ই

ঈ

এসো পড়ি → অ আ ই ঈ

এসো লিখি

অ					অ
আ					আ
ই					ই
ঈ					ঈ

খালি ঘরে বর্ণ লিখি

অ		ই	

ছবি দেখি ও বলি

উ	ঊ	ঋ
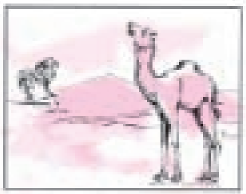		
উট	ঊর্মি	ঋতু

শুনি, বলি ও বর্ণ পড়ি

উট চলে।

ঊর্মি দোলে।

ঋতু যায়।

ঋতু আসে।

উ

ঊ

ঋ

এসো পড়ি ⟶ **উ** **ঊ** **ঋ**

এসো লিখি

উ					
ঊ					
ঋ					

খালি ঘরে বর্ণ লিখি

	আ		ঈ
	ঊ		

ছবি দেখি ও বলি

এ	ঐ	ও	ঔ
	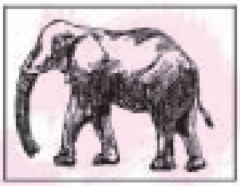		
একতারা	ঐরাবত	ওল	ঔষধ

শুনি, বলি ও বর্ণ পড়ি

একতারা বাজায়।

ঐরাবত সাজায়।

ওল খাই।

ঔষধ চাই।

এ
ঐ
ও
ঔ

এসো পড়ি ⟶ এ ঐ ও ঔ

এসো লিখি

এ					
ঐ					
ও					
ঔ					

খালি ঘরে বর্ণ লিখি

	ঊ		
এ		ও	

পাঠ ১০

স্বরবর্ণ

স্বরবর্ণগুলো পড়ি, বলি ও লিখি

অ	আ	ই	ঈ
উ	ঊ	ঋ	
এ	ঐ	ও	ঔ

যে বর্ণটি নেই সেটি লিখি

অ		ই	
	ঊ		
এ		ও	

পাঠ ১১

শুনি ও বলি

ছড়া

আয় আয় চাঁদ মামা

আয় আয় চাঁদ মামা
টিপ দিয়ে যা
চাঁদের কপালে চাঁদ
টিপ দিয়ে যা।
ধান ভানলে কুঁড়ো দেব
মাছ কাটলে মুড়ো দেব
কালো গাইয়ের দুধ দেব
দুধ খাবার বাটি দেব
চাঁদের কপালে চাঁদ
টিপ দিয়ে যা।

ছবি দেখি ও বলি

ক

কলা

খ
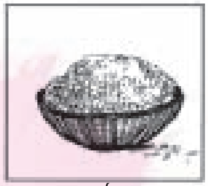
খই

গ
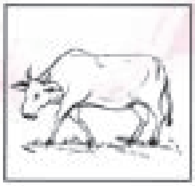
গরু

ঘ

ঘর

ঙ

উয়োঁ

শুনি, বলি ও বর্ণ পড়ি

কলা খাই।
খই চাই।
গরু চরে।
ঘরে যাই।
ব্যাঙ ডাকে
ঘ্যাঙ ঘ্যাঙ।

ক
খ
গ
ঘ
ঙ

এসো পড়ি ⟶ ক খ গ ঘ ঙ

এসো লিখি

ক					
খ					
গ					
ঘ					
ঙ					

ছবি দেখে শব্দ পড়ি ও লিখি

খই

কাক

কই

পড়ি ও লিখি

খই খাই । আখ খাই ।

খ....... খা....... । আ....... খা....... ।

.... । .... ।

.... । .... ।

কাক কই । ওই কাক ।

কা....... ......ই । ......ই ......ক ।

.... । .... ।

.... । .... ।

পাঠ ১৩

ছড়া

মুখে মুখে বলি

ছোটন ঘুমায়

সুফিয়া কামাল

গোল কোরো না গোল কোরো না
ছোটন ঘুমায় খাটে।
এই ঘুমকে কিনতে হল
নওয়াব বাড়ির হাটে।
সোনা নয় রুপা নয়
দিলাম মোতির মালা
তাই তো ছোটন ঘুমিয়ে আছে
ঘর করে উজালা।

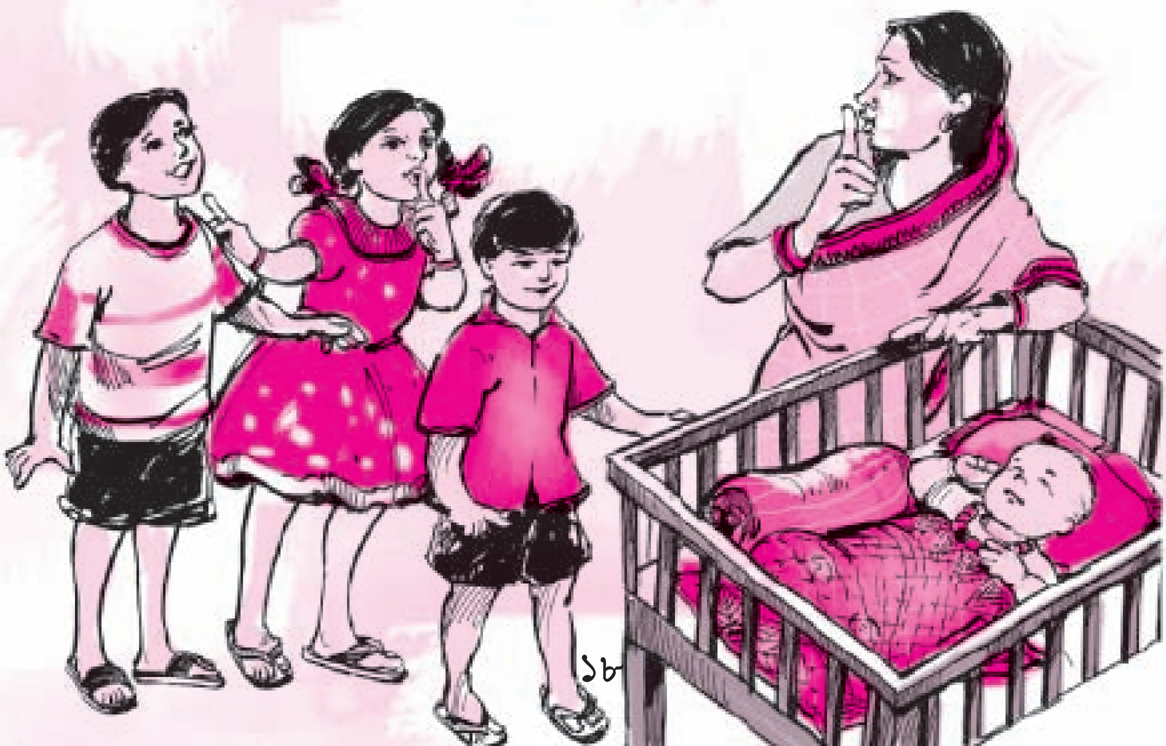

পাঠ ১৪

ছবি দেখি ও বলি

চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
			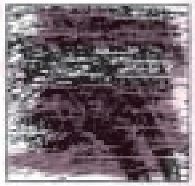	
চক	ছবি	জবা	ঝড়	ইয়োঁ

শুনি, বলি ও বর্ণ পড়ি

চক আনি।
ছবি আঁকি।
জবা ফোটে।
ঝড় ওঠে।
মিঞার বাড়ি
গাছের সারি।

চ
ছ
জ
ঝ
ঞ

এসো পড়ি ⟶ চ ছ জ ঝ ঞ

এসো লিখি

চ					
ছ					
জ					
ঝ					
ঞ					

ছবি দেখে শব্দ পড়ি ও লিখি

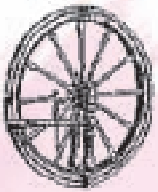

চাকা

চোখ

গাছ

পড়ি ও লিখি

চাকা কই । এই চাকা ।

.... । .... ।

ঘি চাই । ওই ঘি ।

.... । .... ।

এই গাছ । ঝাউ গাছ ।

.... । .... ।

কাগজ চাই । ওই কাগজ ।

.... । .... ।

পাঠ ১৫

ছড়া

মুখে মুখে বলি

ঝুমকো জবা

ফর্‌রুখ আহমদ

ঝুমকো জবা বনের দুল
উঠল ফুটে বনের ফুল।
সবুজ পাতা ঘোমটা খোলে,
ঝুমকো জবা হাওয়ায় দোলে।
সেই দুলুনির তালে তালে,
মন উড়ে যায় ডালে ডালে।

পাঠ ১৬

ছবি দেখি ও বলি

ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
	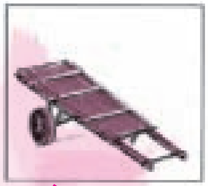			
টগর	ঠেলাগাড়ি	ডালিম	ঢোল	বীণা

শুনি, বলি ও বর্ণ পড়ি

টগর দোলে।
ঠেলা চলে।
ডালিম খাই।
ঢোল বাজাই।
বীণা বাজাও
কনে সাজাও।

ট
ঠ
ড
ঢ
ণ

এসো পড়ি

এসো পড়ি ⟶ ট ঠ ড ঢ ণ

এসো লিখি

ট					
ঠ					
ড					
ঢ					
ণ					

ছবি দেখে শব্দ পড়ি ও লিখি

ইট

খাট

টাকা

পড়ি ও লিখি

চাই কাঠি । কাঠ কাটি ।

.... । .... ।

.... । .... ।

কাক ডাকি । জগ ঢাকি ।

.... । .... ।

.... । .... ।

এই আটা । ওই আঠা ।

.... । .... ।

.... । .... ।

পাঠ ১৭

ছড়া

মুখে মুখে বলি

নোটন নোটন পায়রাগুলি

নোটন নোটন পায়রাগুলি
ঝোটন বেঁধেছে,
ওপারেতে ছেলেমেয়ে
নাইতে নেমেছে।
দুই ধারে দুই রুই কাতলা
ভেসে উঠেছে,
কে দেখেছে কে দেখেছে
দাদা দেখেছে।
দাদার হাতে কলম ছিল
ছুড়ে মেরেছে,
উঃ বড্ড লেগেছে।

ছবি দেখি ও বলি

ত	থ	দ	ধ	ন
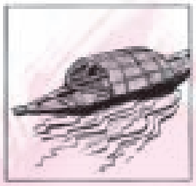	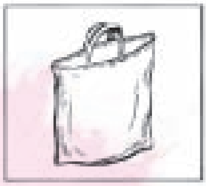			
তরী	থলে	দই	ধান	নদী

শুনি, বলি ও বর্ণ পড়ি

তরী বাই।
থলে চাই।
দই আন।
ধান ভান।
নদী জল
টলমল।

ত
থ
দ
ধ
ন

এসো পড়ি → ত থ দ ধ ন

এসো লিখি

ত					
থ					
দ					
ধ					
ন					

খালি ঘরে বর্ণ লিখি

	ছ		ঝ	
ট		ড		ণ
	থ		ধ	

ছবি দেখে শব্দ পড়ি ও লিখি

ছাতা

নথ

আদা

পড়ি ও লিখি

তা তা থই থই। তা তা থই থই।

.... । .... ।

এই ধান। নতুন ধান।

.... । .... ।

দই চাই। দই নাই।

.... । .... ।

পাঠ ১৯

ছবি দেখি ও বলি

প

পলাশ

ফ

ফড়িং

ব

বল

ভ

ভালুক

ম

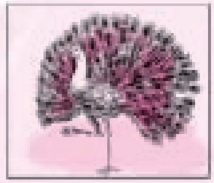

ময়ূর

শুনি, বলি ও বর্ণ পড়ি

পলাশ গাছে
ফড়িং নাচে।
বনের কাছে
ভালুক আছে।
ময়ূর নাচে
গাছের নিচে।

প
ফ
ব
ভ
ম

এসো পড়ি ⟶ প ফ ব ভ ম

এসো লিখি

প					
ফ					
ব					
ভ					
ম					

ছবি দেখে শব্দ পড়ি ও লিখি

পাখা

বীণা

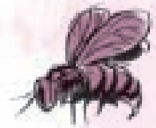

মৌমাছি

পড়ি ও লিখি

বই কই । মই কই ।

চুপচাপ থাকি । নাই ডাকাডাকি ।

ফুফু দেন পাত । খাই দুধভাত ।

ঠিক দাম নাও চমচম দাও ।

মৌমাছি থাকে সব মৌচাকে ।

ছবি দেখি ও বলি

য র ল শ ষ

যব

রথ

লবণ

শশা

ষাঁড়

শুনি, বলি ও বর্ণ পড়ি

যব ফলে।
রথ চলে।
লবণ নাও।
শশা খাও।
ষাঁড় এল তেড়ে।
দাও পথ ছেড়ে।

য
র
ল
শ
ষ

এসো পড়ি → য র ল শ ষ

এসো লিখি

য					
র					
ল					
শ					
ষ					

ছবি দেখে শব্দ পড়ি ও লিখি

রাজা

শাপলা

খরগোশ

পড়ি ও লিখি

পথ কই । বল কই ।

পথ চলি । বল খেলি ।

শেষ বেলা । নাই খেলা ।

শালিক বসে । গাছের ডালে ।

শাপলা ফোটে । ঝিলের জলে ।

পাঠ ২১

ছড়া

শুনি ও বলি

কানা বগীর ছা

খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন

ঐ দেখা যায় তাল গাছ
ঐ আমাদের গাঁ,
ঐ খানেতে বাস করে
কানা বগীর ছা।
ও বগী তুই খাস কী?
পানতা ভাত চাস কি?
পানতা আমি খাই না
পুঁটি মাছ পাই না
একটা যদি পাই
অমনি ধরে গাপুস গুপুস খাই।

ছবি দেখি ও বলি

স	হ	ড়	ঢ়	য়
	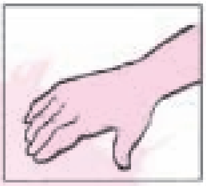	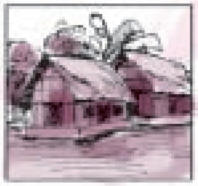		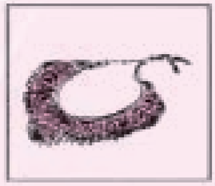
সড়ক	হাত	বাড়ি	আষাঢ়	গয়না

শুনি, বলি ও বর্ণ পড়ি

সড়ক সোজা।
হাতে বোঝা।
বাড়ি চল।
আষাঢ় এল।
টিয়া ময়না
গায়ে গয়না।

স
হ
ড়
ঢ়
য়

এসো পড়ি ⟶ স হ ড় ঢ় য়

এসো লিখি

স					
হ					
ড়					
ঢ়					
য়					

ছবি দেখে শব্দ পড়ি ও লিখি

সাপ

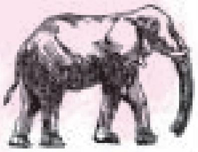

হাতি

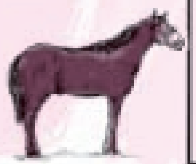

ঘোড়া

পড়ি ও লিখি

বই পড়। মই চড়।

ঝড় হয়। লাগে ভয়।

গাঢ় দুধে দই হয়।

হেলে দুলে হাতি চলে।

সাপ খেলায় সাপুড়ে।

দেখে যাস বাপু রে।

পাঠ ২৩

ছড়া

মুখে মুখে বলি ও পড়ি

হনহন পনপন

সুকুমার রায়

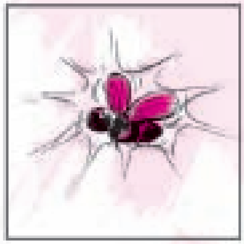

চলে হনহন

ছোটে পনপন

ঘোরে বনবন

কাজে ঠনঠন

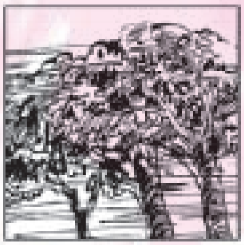

বায়ু শনশন

শীতে কনকন

কাশি খনখন

ফোঁড়া টনটন

মাছি ভনভন

থালা ঝনঝন।

ছবি দেখি ও বলি

ৎ	ং	ঃ	ঁ
উৎসব	রং	দুঃখ	বাঁশি

শুনি, বলি ও বর্ণ পড়ি

উৎসব আজ।

রং মেখে সাজ।

দুঃখ পাই।

বাঁশি নাই।

ৎ
ং
ঃ
ঁ

এসো পড়ি → ৎ ং ঃ ঁ

এসো লিখি

ৎ					
ং					
ঃ					
ঁ					

ছবি দেখে শব্দ পড়ি ও লিখি

হাঁস

চিংড়ি

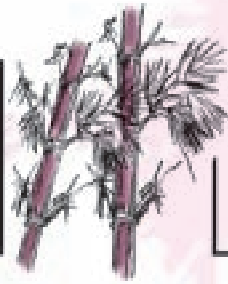

বাঁশ

পড়ি ও লিখি

আজ	ঈদ	।	আজ	উৎসব	।
....	....	।	....	....	।
হঠাৎ	ঝড়	।	বিষম	ডর	।
....	....	।	....	....	।
সিংহ	হল		বনের	রাজা	।
....	....		....	....	।
হোঁচট	খেল	।	দুঃখ	পেল	।
....	....	।	....	....	।
বাঃ	কী		চমৎকার	চাঁদ	!
....	....		....	....	!

ব্যঞ্জনবর্ণ

ব্যঞ্জনবর্ণগুলো পড়ি, বলি ও লিখি

ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
য	র	ল	ব	শ
ষ	স	হ	ড়	ঢ়
য়	ৎ	ং	ঃ	ঁ

যে বর্ণ নেই সেটি লিখি

ক		গ		ঙ
	ছ	জ		ঞ
ট		ড		ণ
	থ	দ		
	ফ	ব		
য		ল		শ
	স		ড়	
য়		ং		ঁ

কোনটি কোন বর্ণ পড়ি ও বলি

ব	র	ঝ	ক	ধ
য	য়	ষ	ঘ	জ
ড	ড়	ঙ	ভ	ত
স	ম	থ	ফ	খ
ঢ	ছ	ঢ়	চ	ট
গ	ল	শ	হ	ঠ
ঞ	দ	প	ন	ণ
ং	ব	ঃ	ৎ	ঁ

পাঠ ২৬

পড়ি, বলি ও লিখি

বাংলা বর্ণমালা

স্বরবর্ণ

অ	আ	ই	ঈ
উ	ঊ	ঋ	
এ	ঐ	ও	ঔ

ব্যঞ্জনবর্ণ

ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
য	র	ল	ব	শ
ষ	স	হ	ড়	ঢ়
য়	ৎ	ং	ঃ	ঁ

কোনটি স্বরবর্ণ কোনটি ব্যঞ্জনবর্ণ আলাদা তালিকা করি

হ	ই	ড	উ	ড়	ঊ	অ	আ
ব	ভ	এ	ঙ	গ	ঋ	ঞ	ঐ
ঃ	ং	ঈ	ৎ	ঁ	ণ	শ	ষ
ন	ম	চ	ক	ট	ত	প	ল

স্বরবর্ণ

ই ....

....

....

ব্যঞ্জনবর্ণ

হ ....

....

....

....

....

পাঠ ২৭

কারচিহ্ন জেনে নিই

স্বরবর্ণ ও কারচিহ্ন জেনে নিই

আ	=	া	–	কার
উ	=	ু	–	কার
এ	=	ে	–	কার

ই	=	ি	–	কার
ঊ	=	ূ	–	কার
ঐ	=	ৈ	–	কার
ঔ	=	ৌ	–	কার

ঈ	=	ী	–	কার
ঋ	=	ৃ	–	কার
ও	=	ো	–	কার

বর্ণগুলির কারচিহ্ন লিখি

উ =	এ =	ঈ =	আ =	ঔ =
ই =	ঊ =	ঋ =	ঐ =	ও =

প্রথম লাইনটির মতো করে বর্ণ ও কারচিহ্ন লিখি

ৃ	= ঋ
উ	=
ু	=
ে	=
ও	=

এ	= ে
ো	=
আ	=
ি	=
ৌ	=

ূ	= ঊ
ই	=
উ	=
ঐ	=
ঔ	=

ঈ	= ী
া	=
ৈ	=
ী	=
ঋ	=

পাঠ ২৮

কারচিহ্ন দিয়ে শব্দ তৈরি

আ – কার = া

ক + আ = কা	ম + আ = মা

খ + া = খা	গ + া = গা	ঘ + া = ঘা
চ + া = চা	ছ + া = ছা	ন + া = না

া –কার যোগ করি

প + ☐ = ☐	ম + ☐ = ☐	ভ + ☐ = ☐
র + ☐ = ☐	হ + ☐ = ☐	দ + ☐ = ☐

বাক্য পড়ি

আমার গা।	আমার মামা।
আমার পা।	আমার চাচা।

বর্ণের ডান পাশে া –কার দিয়ে শব্দ তৈরি করি ও পড়ি

ক ☐ ক ☐ = কাকা	চ ☐ চ ☐ = চাচা	দ ☐ দ ☐ = দাদা
ন ☐ ন ☐ = নানা	ব ☐ ব ☐ = বাবা	ম ☐ ম ☐ = মামা

পাঠ ২৯

ই – কার = ি	ক + ই = কি

ছবি দেখে শব্দ বলি ও পড়ি

শি ং

চি ল

ডি ম

ছবি দেখে বাক্য পড়ি

বড় শিং। সুন্দর চিল। পাখির ডিম।

ছবি দেখে শব্দ লিখি ও পড়ি

শিম, টিয়া, ঘড়ি, বাড়ি, ইলিশ, হরিণ

ঈ – কার = ী	ন + ঈ = নী

ছবি দেখে শব্দ বলি ও পড়ি

তী | র 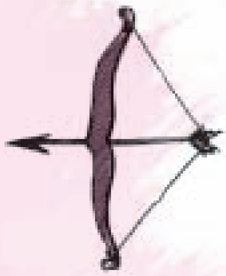

বী | র

নিজে ী লিখি ও শব্দ পড়ি

শ | ত → শীত   গ | ত → গীত

ত | র → তরী   ন | ল → নীল

কি | শো | র → কিশোরী   ত | রু | ণ → তরুণী

যে শব্দে ী–কার আছে তার নিচে দাগ দিই

এখন শীতকাল। ওপরে নীল আকাশ।
কাছেই নদীর তীর। সেখানে তরীর ভিড়।

পাঠ ৩১

উ – কার = ু	ফ + উ = ফু

ছবি দেখে শব্দ বলি ও পড়ি

মু খ চু ল সু ই

ছবি দেখে শব্দ লিখি ও পড়ি

গরু	জুতো	কুকুর	পুতুল।

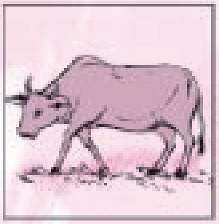

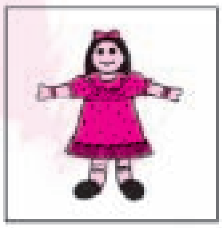

বর্ণগুলোর নিচে ু –কার লিখি

গুরু	ঘঘ	পর	ফফ	বব	শর

শব্দ পড়ি ও ু –কারের নিচে দাগ দিই

বুক, ভুল, দুধ, ইঁদুর, রসুন, পুকুর, দুপুর, মুকুল

যে শব্দে ু –কার আছে তার নিচে দাগ দিই ও বাক্য পড়ি

দুপুর বেলা ঘুঘু ডাকে। কুকুর শুয়ে পুকুর পাড়ে।
মুমু বসে পুতুল খেলে।

পাঠ ৩২

ঊ – কার = ূ	ভ + ঊ = ভূ

ছবি দেখে শব্দ বলি ও পড়ি

মূ ল 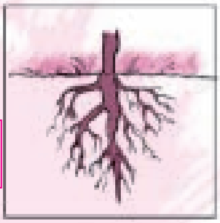

ব ধূ

ছবি দেখে শব্দ লিখি ও পড়ি

সূর্য	চূড়া	ময়ূর	নূপুর

প্রথম বর্ণের নিচে ূ –কার দিই

কুল, দর, চড়া, মল্য, রপ।

ূ –কার যোগে শব্দ পড়ি

কূজন, ধূমকেতু, পূর্ণ, বধূ, মরুভূমি।

যে শব্দে ূ –কার আছে তার নিচে দাগ দিই ও বাক্য পড়ি

পূর্ব দিকে সূর্য ওঠে। দূরে পাহাড়ের চূড়া। কাছেই মরুভূমি।

পাঠ ৩৩

ঋ – কার = ৃ	ক + ঋ = কৃ

ছবি দেখে শব্দ বলি ও পড়ি

মৃ গ গৃ হ

প্রথম বর্ণে ৃ –কার লিখি ও শব্দ পড়ি। যেমন– **তৃণ**

কষক	গহ	ঘত	বহৎ	বষ	মত

যে শব্দে ৃ –কার আছে তার নিচে দাগ দিই ও বাক্য পড়ি

বৃষ তৃণ খায়। মৃগ কৃশ প্রাণী।
লোকটি কৃপণ। আমরা বৃত্ত আঁকি।
গৃহটি সুন্দর। পৃথিবী বৃহৎ।

পাঠ ৩৪

এ – কার = ে	ক + এ = কে

ছবি দেখে শব্দ বলি ও পড়ি

মে য়ে

ছে লে

পে খ ম

বে লু ন

ছবি দেখে শব্দ লিখি ও পড়ি

রেল	বেল

প্রথম বর্ণের বাম পাশে ে –কার লিখি ও শব্দ পড়ি। যেমন– **দেশ**

কশ	তল	বশ	শষ	সতার	সমাই	লখক

যে শব্দে ে –কার আছে তার নিচে দাগ দিই ও বাক্য পড়ি

ছেলেমেয়েরা খেলছে। ময়ূর পেখম তুলে নাচে।

রেবেকা কেশে তেল মেখেছে। মেয়েটি নেচে নেচে গান গায়।

ঐ – কার = ৈ	স + ঐ = সৈ

ছবি দেখে শব্দ বলি ও পড়ি

সৈ | নি | ক

বৈ | ঠা

পৈ | তা

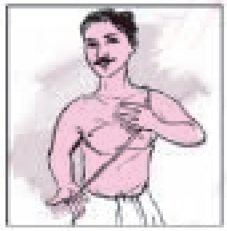

ৈ –কার দিয়ে শব্দ পড়ি

তৈল	বৈশাখ	বৈকাল	দৈনিক

প্রথম বর্ণের বাম পাশে ৈ –কার লিখি ও শব্দ পড়ি। যেমন– **তৈরি**

সকত	সনিক	শশব	চতালি

যে শব্দে ৈ –কার আছে তার নিচে দাগ দিই ও বাক্য পড়ি

বৈশাখ মাস। ভৈরব নদীতে নৌকা চলছে।
মাঝি বৈঠা বায়। বৈকালে বেলা পড়ে আসে।

পাঠ ৩৬

ও – কার = ো	চ + ও = চো

ছবি দেখে শব্দ বলি ও পড়ি

কো | ট

চো | খ

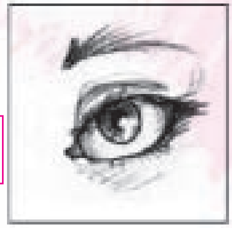

ছবি দেখে শব্দ লিখি ও পড়ি

মোজা	মোড়া	দোয়েল	কোকিল

শব্দের প্রথম বর্ণে ো –কার লিখি ও শব্দ পড়ি। যেমন– ছোলা

ঘ ড়া	ধ পা	ব তাম	ত য়ালে

শব্দের শেষ বর্ণে ো –কার লিখি ও শব্দ পড়ি। যেমন– আলো

কা ল	ভা ল	টমে ট	ফ ট

যে শব্দে ো –কার আছে তার নিচে দাগ দিই ও বাক্য পড়ি

শীতের ভোর। এখনও আলো ফোটে নি। বাবা কোট পরেছেন। কোটের বোতাম কালো। আমি মোটা মোজা পরেছি।

ঔ – কার = ৌ	ব + ঔ = বৌ

ছবি দেখে শব্দ বলি ও পড়ি

নৌ কা

মৌ চা ক 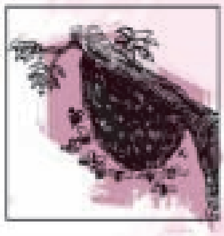

চৌ কি 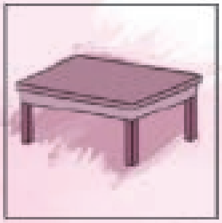

কৌ টা

শব্দের প্রথম বর্ণে ৌ –কার লিখি ও পড়ি। যেমন– **মৌন**

চ কো	দ ড়	প ষ	ল হ

যে শব্দে ৌ –কার আছে তার নিচে দাগ দিই ও বাক্য পড়ি

মৌমাছি মৌচাকের পাশে উড়ছে। পানকৌড়ি পানিতে ভাসছে। মৌলবি কোরান শরিফ পড়াচ্ছেন। শিশুরা মৌন হয়ে শুনছে। বাগান থেকে ফুলের সৌরভ ভেসে আসছে।

পাঠ ৩৮

শব্দমিলের খেলা

দু'দিকের শব্দ দাগ দিয়ে জোড়া লাগাই। জোড়া শব্দ বলি ও পড়ি

বিল		পড়া
লতা		ঝিল
আঁকা		ফল
হাসি		পাতা
লেখা		বাঁকা
ফুল		খুশি
খেলা		কালো
রাত		ধুলা
সাদা		দিন

দু'দিকের শব্দ দাগ দিয়ে জোড়া লাগাই। বাক্য তৈরি করি ও পড়ি

বল		গাঁথি
মাছ		পরি
মালা		পড়ি
বই		খেলি
জামা		ধরি

ডান দিক থেকে ঠিক শব্দটি নিয়ে ফাঁকা জায়গায় বসাই ও বাক্য বানাই

রোদ	ঝলমল	করে ।	ভনভন
চোখ		করছে।	টিকটিক
গা		করছে।	ছমছম
মাছি		করে ।	ছলছল
ঘড়ি		করে ।	ঝলমল

ছবি দেখে নাম বলি

কোনটি কেমন করে ডাকে ফাঁকা জায়গায় তা লিখি ও পড়ি

	ডাকে	মিউমিউ
	ডাকে	
	ডাকে	
	ডাকে	
	ডাকে	
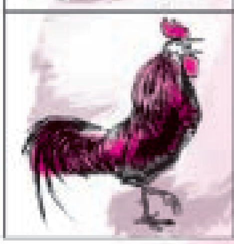	ডাকে	

কা কা
কুহুকুহু
মিউমিউ
বাক বাকুম
কক্‌কক্‌
ঘেউ ঘেউ

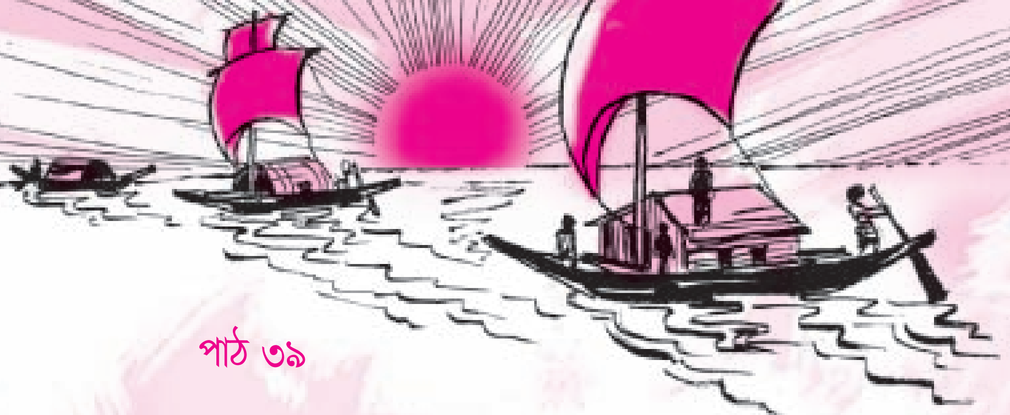

পাঠ ৩৯

শুনি, বলি ও পড়ি

প্রভাতী

কাজী নজরুল ইসলাম

ভোর হল দোর খোল
খুকুমণি ওঠ রে,
ঐ ডাকে জুঁই–শাখে
ফুল–খুকি ছোট রে।
খুলি হাল তুলি পাল
ঐ তরী চলল,
এইবার এইবার
খুকু চোখ খুলল।
আল্‌সে নয় সে
ওঠে রোজ সকালে,
রোজ তাই চাঁদা ভাই
টিপ দেয় কপালে।

শুনি, বলি ও পড়ি

সাত দিনের নাম

আয়েশা	:	কার জন্মদিন শনিবার?
কামাল	:	আমার জন্মদিন শনিবার।
আয়েশা	:	কার জন্মদিন রবিবার?
ফাতেমা	:	আমার জন্মদিন রবিবার।
আয়েশা	:	কার জন্মদিন সোমবার?
সুমন	:	আমার জন্মদিন সোমবার।
আয়েশা	:	কার জন্মদিন মঙ্গলবার?
রাজু	:	আমার জন্মদিন মঙ্গলবার।
রোকেয়া	:	আমারও জন্মদিন মঙ্গলবার।
রাবেয়া	:	পলাশের জন্ম বুধবারে কখন?
পলাশ	:	আমার জন্ম বুধবার সকালে।
রাবেয়া	:	আমেনার জন্ম বৃহস্পতিবারে কখন?
আমেনা	:	আমার জন্ম বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়।
রাবেয়া	:	জাহানারার জন্ম শুক্রবারে কখন?
জাহানারা	:	আমার জন্ম শুক্রবার রাতে।
রাবেয়া	:	সুফিয়ার জন্ম শুক্রবারে কখন?
সুফিয়া	:	আমার জন্ম শুক্রবার দুপুরে।

শিক্ষক : তোমরা কী করছ?

ছাত্রছাত্রীরা : আমরা জন্মদিনের গল্প করছি।

শিক্ষক : এসো, আমরা দিনের নাম বলি। শনিবার, রবিবার।

ছাত্রছাত্রীরা : শনিবার, রবিবার।

শিক্ষক : সোমবার, মঙ্গলবার।

ছাত্রছাত্রীরা : সোমবার, মঙ্গলবার।

শিক্ষক : বুধবার, বৃহস্পতিবার।

ছাত্রছাত্রীরা : বুধবার, বৃহস্পতিবার।

শিক্ষক : শুক্রবার।

ছাত্রছাত্রীরা : শুক্রবার।

শিক্ষক : **শনিবার, রবিবার, সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার।**

মনে রাখি	৭ দিনে ১ সপ্তাহ হয়, ৩০ দিনে ১ মাস হয়, ১২ মাসে ১ বছর হয়।	
মুখে মুখে বলি	সপ্তাহের দিনগুলোর নাম বলি। ১ সপ্তাহে কয় দিন? কয় দিনে ১ মাস? কয় মাসে ১ বছর?	
যুক্তবর্ণ শিখি	ন্ম = ন + ম, ঙ্গ = ঙ + গ, স্প = স + প, ল্প = ল + প,	বৃ = ব + ঋ → ৃ ক্র = ক + র → ্র
নিজে লিখি	ন্ম = ... + ... বৃ = ... + ... ক্র = ... + ...	ঙ্গ = ... + ... স্প = ... + ... ল্প = ... + ...

পাঠ ৪১

শুনি, বলি ও পড়ি

টিকটিকির গল্প

বাড়িতে একটা ঘড়ি ছিল। ঘড়িটা বেশ বড়। তার তিনটে কাঁটা। একটা ঘণ্টার, একটা মিনিটের, আর একটা সেকেন্ডের। ঘড়িটার ফোকরে ছিল টিকটিকির ঘর।

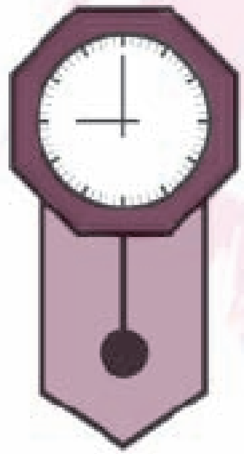

সেখানে থাকত একটা টিকটিকি।
বেলা একটা বাজলে ঘড়ি বলত, 'ঢং।' দুটো বাজলে ঘড়ি বলত, 'ঢং ঢং।' তিনটা বাজলে ঘড়ি বলত, 'ঢং ঢং ঢং।'

ঘড়িটা 'ঢং' বললে টিকটিকি বলত, 'ঠিক।' ঘড়িটা 'ঢং ঢং' বললে, টিকটিকি বলত, 'ঠিক ঠিক।' ঘড়িটা 'ঢং ঢং ঢং' বললে টিকটিকি বলত, 'ঠিক ঠিক ঠিক।'

একদিন ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেল। তা 'ঢং ঢং' করে আর বাজে না। তাই টিকটিকিও 'ঠিক ঠিক' বলে না। ফলে কিছুই ঠিক চলে না। সুয্যি মামা ওঠে না। চাঁদ মামা হাসে না। টিকটিকি শুধু ঘুমায়।

মা বলে, 'কী ঝামেলা!' বাবা বলে, 'মহা বিপদ!' ছোট্টমণি বলে, 'বিপদ কিসের? চাবি দাও, ঘড়ি চলবে।'

দাদা এল। চাবি দিল। তখন বিকাল পাঁচটা। ঘড়ি বলল, 'ঢং ঢং, ঢং ঢং ঢং।' টিকটিকির ঘুম ভেঙে গেল। সে বলল, 'ঠিক ঠিক, ঠিক ঠিক ঠিক।'

মুখে মুখে বলি

বাড়িতে কয়টা ঘড়ি ছিল?

ঘড়ির কয়টা কাঁটা ছিল?

ঘরে কয়টা টিকটিকি ছিল?

ঘড়ি ঢং ঢং ঢং বললে টিকটিকি কী বলত?

কে ঘড়িতে চাবি দিল?

কয়টার সময় ঘড়িতে চাবি দেওয়া হল?

যুক্তবর্ণ শিখি

ণ্ট = ণ + ট	ন্ধ = ন + ধ
ট্ট = ট + ট	স্র = স + র → (্র)
র্ব = র (´) + ব	য্য = য + য → (্য)

পাঠ ৪২

ক্ষ পরিচিতি

ক্ষ একটি মজার হরফ।
এর নাম খিয়ো।
ক্ষ–এর মধ্যে দুটি বর্ণ আছে।

ক + ষ = ক্ষ

ক্ষ দেখি ও লিখি ক্ষ ক্ষ

নিজে লিখি

ক্ষ দিয়ে শব্দ পড়ি

শব্দের প্রথমে ক্ষ	ক্ষতি	ক্ষমা	ক্ষুধা
শব্দের মধ্যে ক্ষ	অক্ষর	দক্ষিণ	শিক্ষক
শব্দের শেষে ক্ষ	শিক্ষা	পরীক্ষা	বৃক্ষ

যে শব্দে ক্ষ আছে তার নিচে দাগ দিই ও বাক্য পড়ি

আমার ক্ষুধা লেগেছে।
না খেলে শরীরের ক্ষতি হয়।
বাড়িটার দক্ষিণে রয়েছে পুকুর।
শিক্ষক আমাদের শিক্ষা দেন।
কাল আমাদের পরীক্ষা।

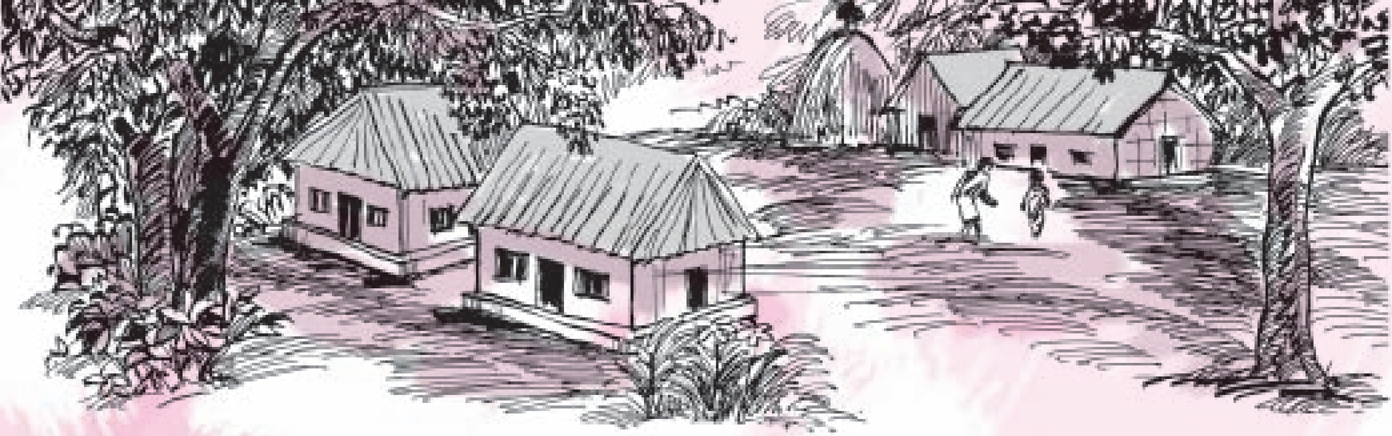

পাঠ ৪৩

শুনি, বলি ও পড়ি

মামার বাড়ি

জসীমউদ্‌দীন

আয় ছেলেরা, আয় মেয়েরা
ফুল তুলিতে যাই,
ফুলের মালা গলায় দিয়ে
মামার বাড়ি যাই।
ঝড়ের দিনে মামার দেশে
আম কুড়াতে সুখ,
পাকা জামের মধুর রসে
রঙিন করি মুখ।

বলি, পড়ি ও লিখি

ছয় ঋতু

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এ দুই মাস গ্রীষ্মকাল।
বৈশাখে ঝড় হয়, জ্যৈষ্ঠে আম পাকে।

আষাঢ় ও শ্রাবণ এ দুই মাস বর্ষাকাল।
আষাঢ়ে বৃষ্টি হয়, শ্রাবণে কদমফুল ফোটে।

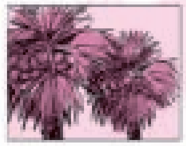

ভাদ্র ও আশ্বিন এ দুই মাস শরৎকাল।
ভাদ্রে তাল পাকে, আশ্বিনে শিউলি ফোটে।

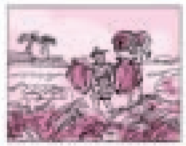

কার্তিক ও অগ্রহায়ণ এ দুই মাস হেমন্তকাল।
কার্তিকে মাঠে সোনালি ধান থাকে, অগ্রহায়ণে নবান্ন হয়।

পৌষ ও মাঘ এ দুই মাস শীতকাল।
পৌষে মেলা হয়, মাঘে শীত নামে।

ফাল্গুন ও চৈত্র এ দুই মাস বসন্তকাল।
ফাল্গুনে কোকিল ডাকে, চৈত্রে নানা ফুল ফোটে।

আমাদের দেশে ঋতু ছয়টি। দুই মাসে এক ঋতু হয়।
ঋতুর আরেক নাম কাল।

মুখে মুখে ঋতুর নাম বলি ও লিখি

গ্রীষ্মকাল, বর্ষাকাল, শরৎকাল, হেমন্তকাল, শীতকাল ও বসন্তকাল।

যুক্তবর্ণ শিখি

ষ্ঠ = ষ + ঠ	ন্ন = ন + ন	দ্র = দ + র → (্র)
শ্ব = শ + ব	ল্গ = ল + গ	শ্র = শ + র → (্র)
ন্ত = ন + ত	ষ্ম = ষ + ম	ত্র = ত + র → (্র)
ষ্ট = ষ + ট	র্ত = র (র্) + ত	গ্র = গ + র → (্র)

পড়ি ও আঁকি

রং নিয়ে ছবি ও কথা

ঐশী আকাশ, ফুল, পাখি খুব ভালোবাসে। সে আকাশ দেখতে ভালোবাসে। আকাশের রং কী সুন্দর! ওর মা বলেন, আকাশের রং আকাশী।

উপল জবা ফুল, গোলাপ ফুল খুব ভালোবাসে। তার বাসায় জবা গাছ আছে, গোলাপ গাছ আছে। সেইসব গাছে টকটকে লাল রঙের ফুল ফোটে। ফুলে ফুলে এসে বসে প্রজাপতি। এদের ডানায় সোনালি, রুপালি, হলুদ ও কালো রঙের ছোপ। উপল গাছের সবুজ পাতাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে আদর করে।

এলিনার জামার রং সবুজ। তার চুলের রং কুচকুচে কালো। তার চুলে কমলা রঙের ফিতা। দুধ খেতে তার খুব ভালো লাগে। দুধের রং ধবধবে সাদা।

ওমর ছবি আঁকতে ভালোবাসে। সে বেগুনি, লাল, হলুদ ও সবুজ রং দিয়ে একটা ছবি এঁকেছে। মানুষের চারপাশে রয়েছে রঙের জগৎ।

নিজে লিখি ও পড়ি

রং .... ।

রং .... ।

রং .... ।

রং .... ।

রং .... ।

রং .... ।

রং .... ।

রং .... ।

নিজে লিখি

আমার চুলের রং .... ।

আমার জামার রং .... ।

আমার ফিতার রং .... ।

আমার শার্টের রং .... ।

আমার প্যান্টের রং .... ।

আমার পাজামার রং .... ।

আমার জুতোর রং .... ।

রং করি

সাদা–কালো বল, লাল–সবুজ পতাকা, পুতুল ও প্রজাপতি

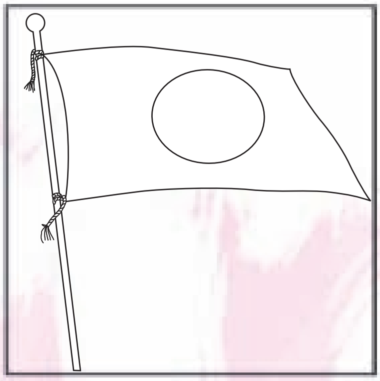

পড়ি ও লিখি

সংখ্যা

সংখ্যার ছড়া

১ ২ ৩ ৪
পাঠ করি বারবার।

৫ ৬ ৭ ৮
ঐ দেখা যায় খেলার মাঠ।

৯ ১০ ১১ ১২
তাড়াতাড়ি কাজ সারো।

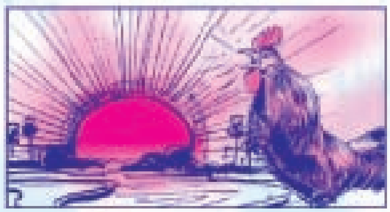

১৩ ১৪ ১৫ ১৬
রাত পোহাল ভোর হল।

১৭ ১৮ ১৯ ২০
রেলগাড়ি হিস্ হিস্।

২১ ২২ ২৩ ২৪
কানাকানি ফিসফিস।

২৫ ২৬ ২৭ ২৮
হেঁটে চলে কুমড়োপটাশ।

২৯ ৩০ ৩১ ৩২
মাঠে চরে গরু মহিষ।

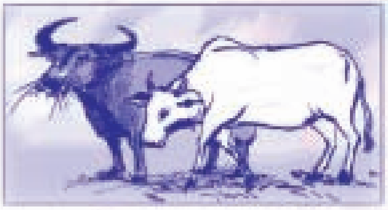

৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬
ঘোড়াশালে ঘোড়ার সহিস।

৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০
টহল দিচ্ছে নগর পুলিশ।

৪১ ৪২ ৪৩ ৪৪
খেতে মজা পদ্মার ইলিশ।

৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮
শিমুল তুলার কোমল বালিশ।

৪৯ ৫০
মাঠে মাঠে ধানের চাষ।

পাঠ ৪৭

শুনি, বলি ও পড়ি

মহানবীর ভালোবাসা

মহানবী হযরত মুহম্মদ (স) শিশুদের খুব ভালোবাসতেন। তিনি সব মানুষকে ভালোবাসতেন। পশুপাখি, গাছপালাকেও ভালোবাসতেন।

একদিন মহানবী একটি গাছের তলায় বসে কথা বলছিলেন। তিনি সাহাবিদের উপদেশ দিচ্ছিলেন।

নবীজি দেখলেন, একজন লোক একটি গাছের পাতা ছিঁড়ছে। তিনি গাছের পাতা ছেঁড়া পছন্দ করতেন না। তিনি লোকটিকে কাছে ডাকলেন। বললেন, 'তোমার মাথার চুল ছিঁড়লে তোমার কেমন লাগবে?' লোকটি বলল, 'আমার কষ্ট হবে।'

নবীজি বললেন, 'গাছের পাতা ছিঁড়লে গাছও কষ্ট পায়।' লোকটি বলল, 'আমি আর কখনো গাছের পাতা ছিঁড়ব না।' মহানবী খুব খুশি হলেন।

জেনে নিই

(স) = সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম।
বাংলায় এর মানে– 'তাঁর ওপর আল্লাহর দয়া ও শান্তি বর্ষিত হোক।'

যুক্তবর্ণ শিখি

ম্ম	=	ম	+	ম
ন্দ	=	ন	+	দ

চ্ছ	=	চ	+	ছ
ষ্ট	=	ষ	+	ট

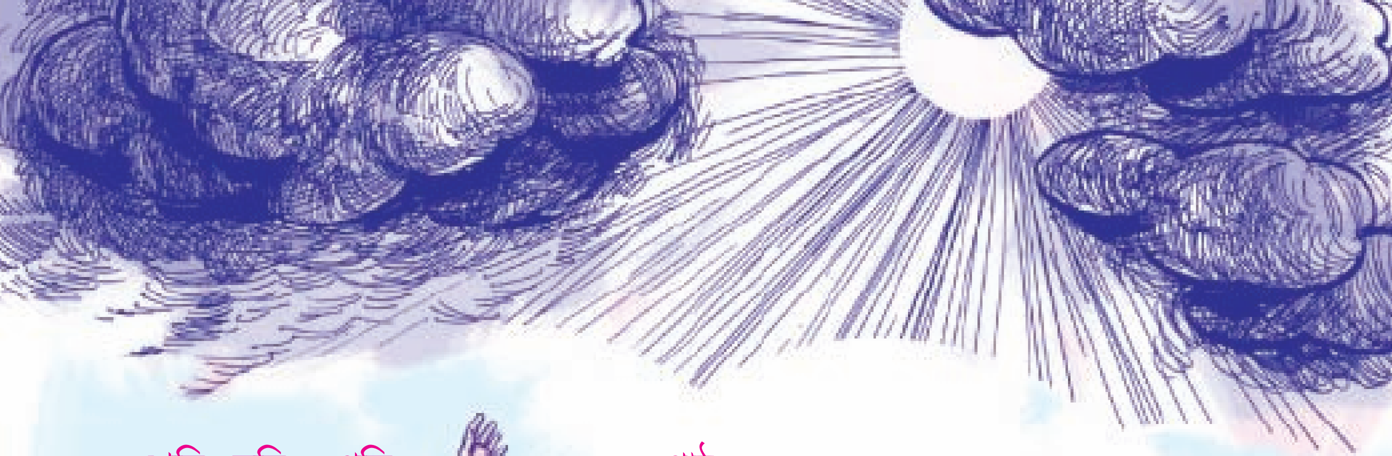

শুনি, বলি ও পড়ি

পাঠ ৪৮

ছুটি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে
বাদল গেছে টুটি,
আজ আমাদের ছুটি ও ভাই,
আজ আমাদের ছুটি।
কী করি আজ ভেবে না পাই
পথ হারিয়ে কোন বনে যাই,
কোন মাঠে যে ছুটে বেড়াই
সকল ছেলে জুটি,
আজ আমাদের ছুটি ও ভাই,
আজ আমাদের ছুটি।

পাঠ ৪৯

শুনি, বলি ও পড়ি

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ

বাংলাদেশ স্বাধীন একটি দেশ। এই দেশ স্বাধীন হয়েছে যুদ্ধ করে। সেই যুদ্ধ আমাদের মুক্তিযুদ্ধ।

স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পাকিস্তানিরা তখন বাঙালিদের আক্রমণ করে। তারা লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করে। বাঙালিরাও পাল্টা আঘাত করে। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ।

মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয় ছাত্র জনতা। যোগ দেয়, কৃষক, শ্রমিক, নারী ও পুরুষ। যোগ দেয় বাঙালি পুলিশ আর সৈনিক। তারা সবাই বীরের মতো যুদ্ধ করে।

মুক্তিযোদ্ধাদের বুকের ভেতরে ছিল অনেক সাহস। আর ছিল দেশের জন্যে ভালোবাসা। তারা দেশের জন্য জীবন দিলেন। নয় মাস যুদ্ধের পর পাকিস্তানিরা পরাজিত হল।

আমরা পেলাম স্বাধীনতা। পেলাম বাংলাদেশের লাল সবুজ পতাকা। পেলাম প্রিয় বাংলাদেশ।

আমরা ভালোবাসি আমাদের দেশকে। ভালোবাসি বাংলার মুক্তিযোদ্ধাদের।

যুক্তবর্ণ শিখি

স্ব = স + ব	দ্ধ = দ + ধ	ক্ত = ক + ত	ঙ্গ = ঙ + গ
ন্ধ = ন + ধ	স্ত = স + ত	ক্ষ = ক + ষ	ল্ট = ল + ট

দু'দিকের শব্দগুলো দাগ দিয়ে বাক্য বানাই

বাংলাদেশ		আমাদের দেশকে
তারা দেশের জন্য		স্বাধীন একটি দেশ
আমরা ভালোবাসি		জীবন দিলেন

পড়ি, লিখি ও মনে রাখি

স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

শুনি, বলি ও পড়ি

বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর

মুক্তিযুদ্ধে আমাদের বহু বীর জীবন দিয়েছেন। মতিউর রহমান সেরকম মহান বীর। তিনিও দেশের জন্য জীবন দিয়েছেন।

মতিউর ছিলেন পাইলট। তিনি উড়োজাহাজ চালাতেন। পাকিস্তানি দুশমনদের শেষ করতে চেয়েছিলেন। একদিন উড়োজাহাজ নিয়ে আকাশে উড়লেন।

সেই উড়োজাহাজে ছিল পাকিস্তানি দুশমন। তার সাথে মতিউরের লড়াই হল। একসময় উড়োজাহাজটা ধ্বংস হয়ে গেল। জীবন দিলেন মতিউর। দেশের জন্য শহীদ হলেন মহান বীর মতিউর।

বীর মতিউরকে আমরা ভালোবাসি। তিনি একজন বীরশ্রেষ্ঠ।

যুক্তবর্ণ শিখি

ক্ত = ক + ত	ন্য = ন + য (্য)	ধ্ব = ধ + ব
দ্ধ = দ + ধ	স্ত = স + ত	ষ্ঠ = ষ + ঠ

ঠিক জবাব বেছে নিয়ে মুখে মুখে বলি

১. মতিউর ছিলেন →
২. মতিউর চালাতেন →
৩. মতিউর আমাদের →

গায়ক	পাইলট	চিকিৎসক
বাস	নৌকা	উড়োজাহাজ
বীর	নেতা	কবি

দেখে দেখে লিখি

মতিউরকে আমরা ভালোবাসি।...

পাঠ ৫১

শুনি, বলি ও পড়ি

আমাদের দেশ

আমাদের দেশের নাম বাংলাদেশ। এ দেশ ধানের দেশ, গানের দেশ। এ দেশে নানা জাতের পাখি আছে। দোয়েল আমাদের জাতীয় পাখি।

এ দেশের বনে বনে, খালে বিলে অনেক ফুল ফোটে।
শাপলা আমাদের জাতীয় ফুল।

এ দেশে আছে অনেক রকমের গাছ। সেসব গাছে ফলে নানা রকমের ফল।
কাঁঠাল আমাদের জাতীয় ফল।

এ দেশে আছে অনেক নদী। নদীতে আছে কত রকমের মাছ।
ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ।

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বনের নাম সুন্দরবন। এ বনে আছে অনেক পশু।
রয়েল বেঙ্গল টাইগার আমাদের জাতীয় পশু।

আমাদের দেশ সবুজ। আমাদের দেশ সুন্দর।

ছবি দেখি ও মুখে মুখে বলি

১। বাংলাদেশের জাতীয় পাখির নাম কী?
২। বাংলাদেশের জাতীয় ফুল কোনটি?
৩। বাংলাদেশের জাতীয় ফল কোনটি?
৪। বাংলাদেশের জাতীয় মাছের নাম কী?
৫। বাংলাদেশের জাতীয় পশুর নাম কী?
৬। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বনের নাম কী?

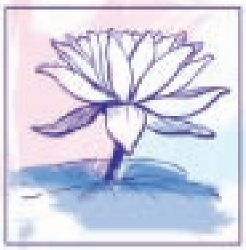

ছবি দেখে শব্দ লিখি

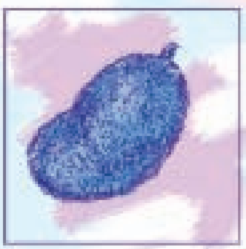
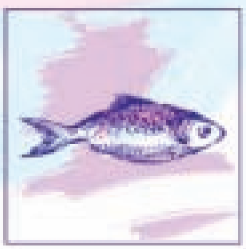

দেখে দেখে লিখি

দোয়েল আমাদের জাতীয় পাখি।

....।

শাপলা আমাদের জাতীয় ফুল।

....।

কাঁঠাল আমাদের জাতীয় ফল।

....।

ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ।

....।

রয়েল বেঙ্গল টাইগার আমাদের জাতীয় পশু।

....।

এ দেশে আছে অনেক নদী।

....।

আমাদের দেশ সবুজ ও সুন্দর।

....।

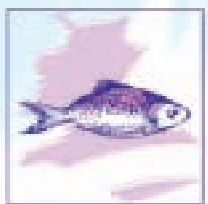

২০১০ শিক্ষাবর্ষের জন্য, ১-বাং

বড়দের সম্মান কর

দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি ২)–এর
আওতায় সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা